গুরুজী আমার পিতা

সর্বদা আশীর্বাদ গুরুজী

বেম্বি আন্টি

গুরুজী আমার পিতা

Guruji My Father
by
Bamby Singh (Aunty)

Typeset and Presented
by
Purbamegh Publication, Agartala
Mobile : +91 8837047619
E-mail - purbameghpublication@gmail.com

© : 2024 Guruji My Father. All Rights Reserved

Courtesy : Multilingual Global Sewadar

গুরুজী আমার পিতা
১ম বাংলা সংস্করণ : ২০২৬

বর্ণসংস্থাপন ও পরিবেশনা
পূর্বমেঘ পাবলিকেশন
আগরতলা, ত্রিপুরা

For personal distribution only
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

গুরুজী আমার পিতা

আমার প্রিয়তম পিতা,
এই পাতাগুলোতে আমার আত্মা অনাবৃত হয়
কিন্তু আমার সত্যি কিছু পরোয়া নেই।
তা সত্ত্বেও, আমি কিন্তু গ্রাহ্য করি,
কেননা অনুসন্ধানী চোখগুলো আমার প্রতিটি ভাবনাকে পড়ে নেয়।
আমি যেন নগ্ন হয়ে যাই,
কিন্তু তোমার প্রতিটি শব্দকে বলতে হবে।
আমাকে আগলে রেখো, পিতা আমার
আমি যে শুধু তোমার আত্মার এক ঝিলিক মাত্র

তোমার মেয়ে
বেম্বি

বিষয়সূচি

গুরুজী মহারাজ	৭
কি ভাবে প্রার্থনা করবে	১১
আমাদের কেন একজন গুরুর প্রয়োজন	১৪
মন্ত্রগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী	১৭
কখন প্রার্থনা করবে	১৯
প্রার্থনা	২০
চাইবে না	২৫
প্রার্থনা আমাদের শরীরকে প্রভাবিত করে	২৭
গুরুজী মহারাজের উপহার উদয়	৩০
খাদ্য	৩৩
গুরু এবং তাঁর শিষ্যের সম্পর্ক	৩৫
আরতির থালি	৩৭
লোটা — তামার পাত্র	৩৮
সৎসঙ্গ	৩৯
জয় গুরুজী	৪২
মেরে মউলা	৪৪
কৃতজ্ঞতা	৪৬

গুরুজী মহারাজ

আমাদের 'গুরুজী মাহারাজ'!

এটাই ছিল তাঁর সাক্ষরিত নাম। 'আমি এই নামটাই পছন্দ করি', তাঁর কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে এই শব্দগুলো তিনি বলেনঃ

তরল
কোমল
নির্মল

গুরুজী মাহারাজ পাঞ্জাবের ডুগ্রি গ্রাম থেকে এসেছেন। এক শিখ পরিবারে তাঁর জন্ম। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত আধ্যাত্মিক। সাপেদের সাথে খেলা এবং প্রার্থনাতেই তাঁর শৈশব কাটে। তিনি তাঁর মাকে আত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং মাতাজি যেমন আমাদের বলেছেন, তিন বছরের শিশু বয়স থেকেই প্রায়শই গুরুজী তাঁর পেছন থেকে গোলাপ উৎপন্ন করে মাতাজিকে অবাক করে দিতেন।

আমাদের গুরুজী একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি। যদিও তিনি খুব জাঁকজমক পূর্ণ চোলা পরিধান করতেন যা উনার সঙ্গতরা তাঁকে দিতেন, কিন্তু কিছুই তাঁর নিজস্ব ছিল না। এমনকি, এক জোড়া জুতোও তাঁর নিজের ছিল না, কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন রকমের জুতো পরতে আমরা সকলেই তাঁকে দেখেছি; কিংবা, *জালি অওালি বানিয়ান* যা তিনি প্রায়ই বিনা-সঙ্গত দিনগুলোতে পরতেন। তিনি সবই পরেছেন, কিন্তু সব কিছুই দিয়ে দিতেন। একমাত্র যে জিনিসটি ছিল তাঁর নিজস্ব, তা হোল তাঁর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর শরীরে চুলের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা, চুলের দ্বারা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন না।

এক সন্ধ্যায়, তিনি আমার স্বামী এবং আমাকে জীবন সম্পর্কে এবং কি করে জীবনযাপন করতে হয়, তা নিয়ে '*সরলতাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি*' এই বিষয়ে

আমাদের জ্ঞানদীপ্ত করেন, যা প্রায় ৪৫ মিনিট চলে। সেটা ছিল একেবারে নিপুণ মচমচে ইংরেজিতে, যা আমরা অবাক বিস্ময়ে শুনেছিলাম।

এই উপদেশের সারমর্ম ছিলঃ

"জীবনে সবকিছু উপভোগ করতে হলে
দুঃখকে জেনে এবং তাকে সঙ্গী করে বড় হতে হবে,
এবং তা যেন তোমাকে ভেঙ্গে না ফেলে
কেননা, সব কিছুর খেয়াল রাখতে
আমি সর্বদাই তোমার পাশে থাকবো"

এই বিবৃতিগুলোই আমাদের প্রিয়তম গুরুজী মহারাজের যথার্থ প্রকৃতি এবং তাঁর ভক্তদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা।

তাঁর চারপাশের এবং অন্তরের নির্মলতার দর্পণ ছিল তাঁর জীবনযাত্রা, যা আমাদের শিক্ষণীয়।

"যদ তুসি মেরে কোল আন্দে হ, তুসি সারে গান্দে ওয়াংগার হন্দে হ। ফির মেঁ তুয়ানু পেহলে আন্দ্রন সাফ কান্দা হে, ফির উত্তো চমকান্দা হে"। "যখন তোমরা আমার কাছে আসো, তোমরা নোংরা পাত্রের মতো হও। তাই আমি প্রথমে তোমাদের ভেতর থেকে পরিষ্কার করি, এর পর বাইরের দিকটা চকমক করে তুলি"। গুরুজী বলেন যে, ভগবান মানুষকে পাঁচটি চোর দিয়েছেন *কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার*,অর্থাৎ, কামনা, রাগ, লিপ্সা, আসক্তি, এবং অহংবোধ যা মানুষের কর্মকে চালনা করে। আমাদের সবাইকে এগুলো থেকে মুক্ত করাই গুরুজীর উদ্দেশ্য।

গুরু সাহিব এতই বিশিষ্ট ছিলেন যে, তিনি রাম অবতার (বড় মালি)কে বলতেন, *"কাম করন্দে টাইম, কাপড়ে নু ভাহত নাহি পেহনা চাহিদা, না গান্দা হনা চাহিদা"*। তুমি যখন কাজ কর, তোমার পরিধেয় কাপড় যেন কুচকে না যায় কিংবা নোংরা না হয়। তিনি প্রায়শই বলতেন, *"পদ্ম ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখ যার নোংরাতেই জন্ম হয়, কিন্তু এতই বিশুদ্ধ থাকে যে পুজা কিংবা প্রার্থনায় ভগবানকে অঞ্জলি অর্পণ করতে একে ব্যবহার করা হয়। ঠিক একই ভাবে, আমাদের চারপাশের মলিনতা সত্বেও নিজেকে শুদ্ধ রাখতে হবে"*।

একবার একটি অল্প বয়সী মেয়ে, সম্ভবত সাত বছরের হবে, তার মায়ের সাথে প্রথম বার গুরুজীর কাছে আসে। মেয়েটির ভিটিলিগো নামের (সাধারনত যা ফুল্কারি নামে পরিচিত) এক চর্ম রোগের সমস্যা ছিল। সবাই মেয়েটির প্রতি সমবেদনা অনুভব

করে এবং নিশ্চিত ছিল যে আমাদের গুরুজী এরকম একটি শিশুকে অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। মনের মধ্যে যখন এই ভাবনা চলছিল, গুরুজী আমাদের কাছে ডাকেন এবং আমাদের বিস্মিত করে তিনি বুঝিয়ে বলতে শুরু করেন যে, কেন তিনি শিশুটিকে নিরাময় করতে পারবেন না। সাহিব বলেন, *"আমিও ব্রহ্মাণ্ডের কিছু বিধি নিয়মে আবদ্ধ। ওর প্রারব্ধ কর্ম আমার আশীর্বাদের প্রতিবন্ধক, কেননা সে তার পূর্ব জন্মে একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে অবমাননা করেছিল এবং সেকারণে আমি ওকে সহায়তা না করতে বাধ্য"*।

এক ঝাক প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হলঃ আমরা যদি এটা না জানি যে আমাদের পূর্বজন্মে কি ভুল বা অন্যায় আমরা করেছি, তাহলে কেন বা কিভাবে সেই ভুলের শাস্তি আমাদের পাওয়া উচিত? ঈশ্বরের এই অবিচার কেন?

গুরু সাহিব আমাদের জানালেন, *"ইশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার বাইরে কিছুই সঙ্ঘটিত হয় না"*। তিনি বলেন, *"আমরা যখন ভগবানের সঙ্গে থাকি, আমাদের নিজেদের জীবনের পরিকল্পনা আমরা নিজেরা তৈরি করি এবং নির্ধারণ করি কোন কার্মিক ঋণ আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে পরিশোধ করব"*। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা কাকে বিয়ে করবো, কার সাথে কাজ করবো, কার কার্মিক ঋণকে আমরা মাফ করে দেব, ইত্যাদি, *"সে সব কিছুই পূর্ব-লিখিত"*।

স্বভাবতই, পরের প্রশ্নটি ছিলঃ যেহেতু সব কিছুই পূর্ব-নির্ধারিত, তাহলে আমাদের জীবনে প্রার্থনা এবং গুরুর কি ভুমিকা রয়েছে? গুরুজী হেসে বললেন, *"মানুষ তার জীবনে কর্ম সংশোধনের তিনটি সুযোগ পায় এবং যখনই সেই সময় উপস্থিত হয়, মনে রাখতে হবে সেই সিদ্ধান্তটি হতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ সিদ্ধান্ত। আর যখন সেই সিদ্ধান্ত নেবার সময় উপস্থিত হয়, একজন ব্যাক্তি কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। সেটা হবে সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত"*।

গুরুজী বললেন, *"যখন কোন ভক্ত আমার কাছে আসে, প্রথম বছরটিতে ওর কাছে বিকল্প থাকে, হয় সে আমাকে গ্রহণ করবে, নতুবা ছেড়ে দেবে। একবার যখন সে আমাকে তার গুরু রূপে স্বীকার করে, চিরকালের জন্য সে আমার হয়ে যায়, এমনকি সে যদি পৃথিবীর জঘন্যতম ব্যাক্তিও হয়ে থাকে"*।

"একই সাথে আমিও সিদ্ধান্ত নেই। আমি প্রথমে ভক্তের ইশ্বরের প্রতি অনুরাগ এবং ভক্তিকে দেখি, এরপর তার পূর্ব কর্ম, এবং তারপরই শুধু আমার প্রতি তার ভক্তিকে দেখি। আমি তার সম্পূর্ণ অশুভ সময়কে (যা এক ভক্তকে পূর্বনির্দিষ্ট ভাবে ভোগ করার ছিল) অতি সংক্ষিপ্ত করে তার কর্মকে শেষ করে দিই। গুরুজী বলেন,

"আমি তার সব অশুভ কর্মকে নিয়ে নিই না, কেননা আমরা এখানে শিক্ষা নিতে আসি, তাই আমাদেরকে তরোয়ালের ফলক না হলেও ন্যুনতম সুচের খোঁচা অনুভব করতেই হবে"।

তিনি বলেন, *"মানুষের সমস্ত রোগের পেছনে রয়েছে তার পূর্ব জন্মের কৃত কর্ম। আমাকে প্রথম রোগের জড়কে উৎপাটন করতে হবে, যা সর্বদা আমাদের অবয়বের গভিরে স্থিত রয়েছে। আমি যদি সমস্যার উপরিভাগকে নিরাময় করি, তাহলে তা সব সময় বার বার বিস্ফোরিত হবে। তাই আমাকে কোন রোগের 'ক' কিংবা 'ভ' কে নিরাময় না করে, 'অ' কে করতে হবে"*।

গুরুসাহিব কয়েকবার জোর দিয়ে বলেন যে, অল্প বয়স থেকেই প্রার্থনা কি করে করতে হয় তা শিখতে এবং শেখাতে হবে। প্রার্থনার মৌলিক বিষয়গুলো অল্প মাত্রায় একটু করে শিশুদের শেখাতে হবে, যাতে এর ভিত আসন্ন জীবন ব্যাপী মজবুত থাকে। তিনি বলেন, *"আমি যদি উপরিভাগ (শরীর এবং মন) পরিষ্কার করি, নোংরা ভিতরে থেকে যায়। তাই আমি তোমাদের প্রথমে ভেতর থেকে পরিচ্ছন্ন করি যেন উপরিভাগটিও চমকে উঠে"*।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে, আমার প্রিয় বন্ধু অনিতা কুমার-ই একমাত্র একজন, যাকে গুরুজী তাঁর দিব্য অনুগ্রহতে গ্রহণ করেছেন। অনিতা যখন গুরুজীর কাছে আসে, তার জন্ম ঠিকুজি অনুসারে, আস্থামা ও চর্ম ক্যান্সার জনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সে তার জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছেছিল। আজ তার চর্ম ক্যান্সার বিহিন উজ্জ্বল এবং সে আস্থামা মুক্ত। সে সম্ভবত সবচেয়ে অনাবিল, উৎকৃষ্ট, অমায়িক সঙ্গতদের মধ্যে একজন। গুরুজী তাকে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ভাবে আশীর্বাদ করেছেন।

একবার এক অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল থেকে আমরা গুরুজীকে জিজ্ঞেস করি, *"গুরুজী, যেহেতু আপনি আমাদের প্রত্যেককে ভেতর থেকে জানেন, আমাদের পাশে যদি এক চোর বসে থাকে, তাহলে আপনি কি করবেন"*? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি আমাদের এক পাশে রেখে চোরটিকে আশীর্বাদ দেবেন, প্রথমত একজন সন্তের কাছে আসার জন্য, আর দ্বিতীয়ত, সে হয়ত আবার কখনো আসবে না বলে।

তিনি আরও বলেন, *"ব্যাক্তি হিসেবে আমি এক ভাই, বোন, স্বামী, বা স্ত্রীকে সমান মাত্রায় স্নেহ করি না; কারন আমার প্রতি তাদের প্রত্যেকের ভক্তি ও নিষ্ঠার স্তর আলাদা। না কোন দুই ভাইবোন বা দম্পতিআমাকে সমানভাবে ভালবাসে, না তাদের ভক্তি আমার প্রতি সমান এবং সেকারণে না আমার অনুকম্পা তাদের প্রতি সমধর্মী। তোমাদের নিঃশর্ত ভালবাসার গভীরতাই নির্ধারণ করে তোমাদের প্রতি আমার নিঃশর্ত ভালোবাসা"*।

কি ভাবে প্রার্থনা করবে

প্রার্থনাই জীবনের প্রকৃত নিষ্কর্ষ

একদিন গুরু সাহিবের সাথে বসে ছিলাম, তিনি খুব সাধারন ভাবে জিজ্ঞেস করেন, *'কোন প্রার্থনা গুলো তুমি কর'*? আমি বেশ গর্বের সাথে প্রার্থনার এক দীর্ঘ তালিকা উনাকে দিলাম যা তিনি খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং পরে বললেন, *"ঠিক আছে, এখন এই যে সব পাঠ তুমি করছ তা ছেড়ে দাও এবং ঘড়ির কাটা ধরে শুধু মাত্র পাঁচ মিনিট বস এবং ধ্যান কর"*।

এরপর যে প্রশ্নটি উদিত হল তা ছিল, *'আমি কি জপ করব'*? যার উত্তরে তিনি বললেন, *"তোমার যা ইচ্ছে, কিন্তু পাঁচ মিনিট হওয়ার আগে উঠবে না, এবং একটি মাদুরের উপর বসবে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর মাদুরটিকে ধন্যবাদ জানাবে, অন্যথা, তোমার প্রার্থনার অর্ধেক মাদুরটি পাবে"*। এটা আমার জন্য খুবই সহজ ছিল। আমি তাই, এক তপস্বীর মতো একটি লাল মাদুরের উপর বসলাম (যেহেতু লাল রঙ গুরুজীর প্রিয়)। পাঁচ মিনিট ধ্যান করা কোন বিষয়ই নয়, যেন শিশুর খেলা। প্রার্থনাকে এতো সহজ করার জন্য আমি গুরুজীকে ধন্যবাদ জানালাম।

এভাবে এক সপ্তাহ চলার পর গুরুজী আমাকে ধ্যানের সময়কাল পাঁচ থেকে বাড়িয়ে দশ মিনিট করার নির্দেশ দিলেন এবং এর পরের সপ্তায় তা আরও বাড়িয়ে পনেরো মিনিট করতে বললেন। এখন এই দীর্ঘতর সময়কাল মনোনিবেশ করা আমার কাছে সত্যি কঠিন থেকে কঠিনতর মনে হচ্ছিল।

আমাদের একেবারে হতাশ করে দিয়ে ১৯৯৫ এর জুলাই-এ গুরুজী হঠাৎ করে জলন্ধর চলে গেলেন। তিনি তাঁর দিল্লীর সঙ্গতদের নির্দেশ দিলেন যে যদি তিনি স্বয়ং না ডাকেন, কেউ যেন তাঁকে দর্শন করতে না আসেন। পরের তিন-চার মাস আমার প্রার্থনা ছিল নিতান্তই অস্থির এবং অসন্তোষজনক, কেননা আমি গুরুজীর কাছে আরো বেশি সহায়তা করার জন্য অনুনয় করেছিলাম।

অবশেষে, কয়েক মাস পর গুরুজী বার্তা পাঠালেন যে আমরা যেন উনার দর্শনের জন্য জলন্ধর আসি। আমরা তাই অনেক উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর দিব্য দর্শন গ্রহণ করতে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর গুরুজী আমাদেরকে রিম্পল গ্রেওয়ালের মা পরমজীত চাহলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যার সাথে আমরা দ্রুত মানসিক সংযোগ স্থাপন করে নিই। তিনি গুরুজী এবং গুরুজীর বিভিন্ন উপায়গুলো সম্পর্কে, বিশেষত কি ভাবে আমাদের গুরু সাহিবের উপাসনা বা বন্দনা করতে হয় তা আমাদের শেখান।

চাহল আনটিজি ছিলেন এক মনোরম মহিলা যিনি গুরুজীর দিব্য রশ্মির দর্শন লাভ করেছিলেন, যখন গুরুজী মাত্র ১৯ বছর জীবনকালের ছিলেন। চাহল আনটি যখন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে এক কট্টর শিখ মহিলা হয়ে উনার পক্ষে একজন হিন্দু গুরুকে অনুসরণ করা উচিত কিনা, গুরুজী তখন আনটিকে তাঁর দিব্য আলোর দর্শন করান।

একবার জলন্ধর মন্দিরে আমরা গুরুজীর সাথে মেঝেতে বসেছিলাম এবং তাঁর চরণ টিপে দিচ্ছিলাম, আনটি তখন গুরুজীর সাথে কথা বলতে বলতে উনার হাত টিপে দিচ্ছিলেন। আমাদেরকে তৃতীয় বচনে উল্লেখ করে গুরু সাহিব পাঞ্জাবীতে বলেন, *"আনটি, ইস নো পাঠ সিখা, জিস তেরহাঁ মেঁ তেহনো সিখায়া হেঁ — আনটি, কি করে প্রার্থনা করতে হয় ওদেরকে শেখা।"*

আনটি সেই অনুসারে আমাদের দিকে ফিরলেন এবং যেন গুরুজী সেখানে আর উপস্থিত নেই, এবং বললেন, "প্রার্থনা কোন মন্ত্রের বিষয় নয়, প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে সংযুক্তি। তোমার মন ও দেহকে এক বিন্দুতে নিয়ে আসার অক্ষমতাকে তুমি যখন জয় করে নাও, তখন মন্ত্রের প্রয়োজন"। গুরুজী এই সময় অবধি আনটির কথা শুনছিলেন এবং প্রায়শই উনার সম্মতি সূচক মাথা নাড়াচ্ছিলেন।

আনটি আরও বললেন যে মনে মনে এটা করতে, আক্ষরিক অর্থে নয়ঃ

আমাদের প্রিয় গুরুজীর জন্য একটি সবচেয়ে সুন্দর আসন বিছাও। মনে মনে তাতে হাত বুলাও, এর প্রত্যেকটি ভাঁজ সরিয়ে আসনটিকে সটান করো। এবার আসনটির চার পাশে একের পর এক ফুল দিয়ে সাজাও। এরপর একটি প্রদীপ ও ধুপ জ্বালাও, কেননা গুরুজী ধুপ বা ধুপকাঠি খুব পছন্দ করতেন। (সব কিছুই তুমি মনে মনে করবে, শারীরিক ভাবে নয়)। এরপর এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে সোজা হয়ে বস এবং প্রভুকেআসার জন্য এবং তোমার বিছানো সেই আসনে বিরাজমান হতে আহ্বান করো। তাঁর আগমনকে মনের ছবিতে দেখ, অনুভব করো তাঁর বস্ত্রের খচমচ আওয়াজ এবং এরপর কল্পনা করো তিনি সেই সুসজ্জিত আসনে আসীন হয়েছেন। এরপর তোমার মনে যে সব কথা রয়েছে, তাকে জানাও। তোমার মনকে

তাঁর কাছে খুলে দিয়ে যখন তুমি সন্তুষ্ট হবে, তাঁকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাও এবং শেষে যাবার জন্য তাঁর আজ্ঞা গ্রহণ করো।

২০ মিনিট সময় এভাবেই দ্রুত উড়ে যাবে এবং তোমার প্রার্থনা সম্পূর্ণ হবে। প্রার্থনা এতোটাই সহজ হয়ে যাবে। তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি সত্ত্বা একসাথে প্রাণময় হয়ে উঠবে, কেননা এখানে তুমি সবকিছুই তোমার প্রিয়তম গুরুজীর জন্য করছো, নিখুঁত হতেই হবে। তোমার মনের অন্য সব ভাবনা দূরে থাকবে।

যখন প্রার্থনায় বসবে, রুপোর গ্লাসে এক গ্লাস জল অবশ্যই রাখবে, তোমার কল্পনায় সাজানো সেই আসনের পাশে। কারণ রুপোর পাত্র সহায়ক শক্তির সহজ পরিবাহি। প্রার্থনার শেষে সেই জল হয়ে উঠে অমৃত যাকে গ্রহণ করতে হবে আমাদের মন, শরীর এবং আত্মার পরিশ্রুতির জন্য, বিশেষ করে যারা খুব শীঘ্রই খুব ক্লান্তি বোধ করেন, তাদের জন্য।

আমাদের কেন একজন গুরুর প্রয়োজন

রাব রুঠে তো গুরু মানাইয়া
গুরু রুঠে থে জিন্দাগি খতম হ যাই

গুরুজী মহারাজের অনুকম্পার অধিনস্ত হওয়ার সম্মতিই হল সবচেয়ে বড় উপহার যা আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি। আমাদের অনেক বন্ধুদের আমরা গুরু সাহিবের কাছে নিয়ে গেছি, কিন্তু তিনি তাদেরকে, *"আমাকে কার্পেট দিন, কার্পেটের উপরেই আমি বসবো"* কিংবা, *"আমি একটি মন্দির বানাতে চাই, আমাকে জমির ব্যাবস্থা করে দিন"* এই সব বলে সরিয়ে দিতেন, এবং ওরা আর কখনো ফিরে আসে নি।

আমাদের আরেক বন্ধু, তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে আমাদের সাথে গুরুজীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বন্ধুর স্ত্রী যেহেতু শহরের বাইরে ছিল, আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন নি। গুরুজীর দর্শন লাভ করে ওরা তাৎক্ষণিক ভাবেই মোহিত হয়ে পড়েন, অথবা আমার বলা উচিত, গুরুজী ওদেরকে তাঁর কাছে আসার এবং উনার আশীর্বাদ পাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। কয়েক দিন পর সেই বন্ধুর স্ত্রী ফিরে আসেন এবং আমরা তাদের পুরো পরিবারকে গুরুজীর সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য নিয়ে যাই। সেদিনটি ছিল মহা শিবরাত্রি, এবং মন্দির ভক্তদের সমাগমে পূর্ণ ছিল। ভক্তদের এতই ভিড় ছিল যে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হচ্ছিল এবং কিচ্ছুক্ষণ পর আমরা অনুভব করলাম যে আমাদের সেই বন্ধু পরিবার ফিরে গেছেন। এর পরের বার আমরা ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে ওরা আমাদের সাথে আবার গুরুজীর দর্শনে যাবে কিনা। বন্ধুর স্ত্রী উত্তর দিল, "না, আমাদের জীবন একদন ঠিক আছে। আমার কোন সমস্যা নেই। যাদের জীবনে সমস্যা থাকে, ওরাই কোন এক গুরুর কাছে যায়"। আর আমাদের কথোপকথন সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

সেই সন্ধ্যায় গুরুজী আমাদের সেই বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করেন। বন্ধুর সাথে আমাদের শেষ কথার কোন বিবরণ না দিয়ে আমরা গুরুজীকে সতর্ক ভাবে শুধু বললাম যে

ওরা আসবে না। গুরুজী, যেহেতু সব কিছু জানেন, বললেন, *"সে জানে না যে কেন আমাদের জীবনে একজন গুরুর প্রয়োজন"*। এরপর অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি বোঝালেন যে, *"যখন আমরা অ উ ম বলি, এতে রয়েছে অ উ ম, বিন্দু এবং নাদ। অউম, বিন্দু হল শব্দ যা আমরা সবাই উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু নাদ শব্দটি হচ্ছে অন্তর্নিহিত, যা কেবল মাত্র এক উৎকৃষ্ট ব্যাক্তিই উৎপন্ন করতে পারেন"*।

গুরুজী বলেন, *"কেউ যখন নির্দিষ্ট এক গুচ্ছ মন্ত্রকে পুনরাবৃত্তি করে, তখন এক শক্তির আহ্বান হয়, যে শক্তি আমাদের প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষা গুলোকে মহিমান্বিত করে। সুতরাং একটি মন্ত্র হতে হবে অত্যন্ত শুদ্ধ, যথাযথ ভাবে উচ্চারিত এবং সুনির্দিষ্ট, তা নাহলে সেই উর্জা বা শক্তির আহ্বান হবে না। সেকারণে, মন্ত্র যথার্থ হলেও প্রার্থনা সঠিক না হলে, তা গ্রহণযোগ্য হয় না"*। গুরু সাহিব তাঁর ভক্তদের জন্য আমাদের ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থনা স্বীকার করে এগুলোকে সংশোধন করেন এবং নির্ধারিত শক্তির কাছে অর্পণ করেন।

তিনি বলেন, *"মন্ত্রের দ্বারা শক্তির অহবান গনিত সমীকরণের মতো, তা একেবারে যথাযথ হতে হবে। এর কোন আপোষ হতে পারে না"*।

এজন্য গুরুজী সব সময় বলেন যে, সকল পাঠ (প্রার্থনা/পূজা) অবশ্যই তোমাকে স্বয়ং করতে হবে, কোন পণ্ডিত বা পূজারী দ্বারা নয়। কেননা, তুমি তাঁর শিষ্য এবং তোমার দায়িত্ব তাঁর উপর। তিনি কোন পণ্ডিত বা পূজারীর দায়িত্ব নিতে পারেন না, যিনি আপনার জন্য পুজা করছেন।

কোন হাবন (হোম) বা জপ করা খুব কঠিন নয়। গুরুজী একবার আমাকে বড় মন্দির পাঠিয়েছিলেন ছোট্ট কালো শিব লিঙ্গের উপর ধারা পূজা করার জন্য, যা এখন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের কাছে, গনেশজীর পাশে রাখা আছে। লিঙ্গটি আগে গুরুজীর ঝোলার উলটো দিকে রাখা ছিল।

সেটা ছিল গ্রীষ্মের মাঝামাছি একটি দিন। এক শক্ত পরিতলে মাদুরের উপর আমাকে বসতে হয়েছিল, সুতির দুপাট্টা ছাড়া মাথার উপর কোন শক্ত আচ্ছাদন ছিল না। এবং পুজার বিধি বা নিয়ম বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যও সেখানে কেউ ছিল না। সম্পূর্ণ প্রার্থনাই ছিল গুরুজীর উদ্দেশ্যে। রাম অবতার এবং ছোটে লাল (ছোট মালি)র সহায়তায় এই পূজা সম্পন্ন হতে দু'দিন লাগলো। ওদের স্ত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আমার জন্য হালকা ভোজন তৈরি করতে এবং আমার বন্ধু রোমা সাপ্রা ছাড়া কোন সঙ্গতকে সেই জায়গার কাছাকাছি আসতে দেয়া হয়নি।

পুজা সম্পন্ন করা বেশ ক্লান্তিদায়ক হলেও, তা ছিল এক মহতি সম্পাদন। আমি

আজও বুঝে উঠতে পারিনি যে কেন শুধু মাত্র আমাকেই এই পুজার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা আমার বিষয় নয়। বিষয়টি ছিল যে, আজ যে কারণে আমি, একজন অপণ্ডিত, মাঝারি গোছের হিন্দি বলতে পারা গৃহবধূ এটা লিখতে বা বলতে পারি যে, কোন পুজা বা প্রার্থনাই কঠিন নয়, শুধুমাত্র গুরু সাহিবের আশীর্বাদ নিয়ে নিজে করুন।

গুরুজী এখন অবধি সবকিছুই আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আজ আমার মন যেন একটি ব্যাংকের মতো, যেখানে তাঁর উদ্ধৃত বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যগুলো জমা রাখা ছিল, এবং এখন সেগুলোর পুনর্ব্যবহার এবং পুনরুল্লেখ করতে হবে।

মন্ত্রগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী

প্রত্যেক বার যখনি তুমি কোন এক ধর্মগ্রন্থ পড়, মালা জপ কর, কিংবা ধ্যান কর, এটা যেন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছে যাওয়া। গুরুজী আমাদের বলেছেন, যতবার আমরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি, আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু একটা অর্জন করি, যা ঈশ্বর নিশ্চয় করেন। আর গুরুজী এগুলোকে শক্তিতে ভরা বকশিশ বা উপহার বলতেন, যা আমাদের শরীরকে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

গুরুজী বলেন, *"সব কিছুইআমার মাধ্যমে এবং আমার মধ্যেই সব"*। সেই অর্থে তাঁর ভক্তরা সর্বদাই সুরক্ষিত।

একবার, এক ভদ্রলোক তার সুশ্রী স্ত্রীর সাথে সবে মাত্র গুরুজীর সঙ্গতে যোগ দিয়েছেন। কোন এক ঘটনায়, সেই লোকটি পাগলের মতো হাসতে শুরু করে এবং মন্দিরের মুখ্য হলের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। আমার শিশুরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে, নাতাশা তো ভয়ে শোণা যোগরাজের কোলে উঠে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সেই ভদ্রলোকের প্রায় দশ মিনিট সময় লাগে, আর সব সঙ্গত একদম হতবম্ভ হয়ে যায়। গুরুজী শান্ত ভাবে বসেছিলেন এবং কোন রকম প্রতিক্রিয়া করেন নি। তিনি শুধু তাঁর গদ্দিতে বসে নিজের মাথার তালুতে বৃত্যাকারে হাত বুলিয়ে যান, যতক্ষণ না লোকটি শান্ত হয়। অনেক পরে আমরা যখন সুযোগ পেলাম, গুরু সাহিবকে জিজ্ঞেস করি যে, লোকটার কি হয়েছিল, সে কি পাগল ছিল, না নিজের জীবনকে নিয়ে খুবই বিপর্যস্ত ছিল?

গুরুজী বলেন যে, কেউ সেই লোকটিকে এক অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র দিয়েছে যার দ্বারা তিনি শিবজীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। সেই মন্ত্রের দ্বারা বাহিত শক্তিকে লোকটির শরীর নিতে পারেনি, এর ফলে তার চরম প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। গুরুজী লোকটিকে এই ধ্বংসাত্মক পথ ছেড়ে দিয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীর সাথে

শান্তিপূর্ণ জীবন কাটানোর পরামর্শ দেন। দুর্ভাগ্যবশত যেহেতু লোকটি মাত্র কয়েকবারই দর্শনের জন্য এসেছিল, সে গুরুজীকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। পরে সেদিন যখন আমরা শুধু কয়েকজন সঙ্গত রয়েছিলাম, গুরুজী বলেন, *"ইশ্বরকে নিয়ন্ত্রণ নয়, পূজা করতে হবে। প্রত্যেকেই একজন গুরু হতে চায় কিন্তু প্রথমে তাকে একজন খাটি শিষ্য হতে হবে কোনরকম কিন্তু, পরন্তু এবং অহংকার বিহীন"*।

তাঁর গুরুয়ানা শুরু করার আগে, গুরুজী মহারাজ মুম্বাইতে এক ভয়ঙ্কর মেজাজী মহিলার বাড়িতে ভৃত্য হিসেবে দেড় বছর কাজ করেন। তিনি এটা এজন্য করেন যাতে করে অহংকারের ক্ষুদ্রতম শেষ অংশটুকুও তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন।

গুরুজী তাঁর সকল সঙ্গতের সাথে সংযুক্ত। যেহেতু আমাদের পরিবারের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দিনে আসতে বলা হয়েছিল, গুরু সাহিব সব সময় এটা নিশ্চিত করতেন যে আমাদের বাচ্চারা শোণার পাশেই বসে। আমাদের মেয়েদের যখনই কারোর প্রয়োজন হয়, শোণা সবসময় ওদের কাছে থাকে। এমনকি, আজও শোণা আয়েশার দেখাশোনা করে। এই সম্পর্কটি গুরুজী সারা জীবনের জন্যই তৈরি করেছেন।

কখন প্রার্থনা করবে

"আমাকে এতটাই ভালো বাসতে হবে যে এমনকি যখন তুমি লিপস্টিক লাগাবে, আয়নায় যেন আমাকে দেখতে পাও"

প্রত্যেকের জীবনই বিভিন্ন রকমের চাপের মধ্য দিয়ে চলে এবং হাজারো জিনিস করার থাকে। আমাদের এত সব দায়িত্ব থাকে যে কখনো কখনো এক মাত্র বিমুক্ত সময়টুকু পাওয়া যায় যখন আমরা চান করি কিংবা পটে বসি ! এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমাদের প্রিয় গুরুজী অত্যন্ত স্নেহশীলতার সঙ্গে আমাদের বলেন, *"আমি জানি কখন এবং কোথায় আমার কোন শিষ্য আমাকে মনে করে। কিন্তু স্থান কোন বিষয় নয়, কেননা তোমার আত্মা পূর্ণ বিশুদ্ধতা নিয়ে আমাকে স্মরন করে"*। তাঁর শিষ্যদের সকল মূঢ়তা সত্বেও তাদের স্বীকার করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে গুরুজী মহারাজের গভীর উদারতার অনুমান করা যায়।

তিনি প্রকাশ করতে থাকেন, *"ভোর তিনটা হচ্ছে প্রার্থনার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। তোমাকে স্নান করার প্রয়োজন নেই। কুলকুচি করে মুখ, হাত ধুয়ে তোমার বিছানার পাশে একটি আসন পেতে বস। মেঝের উপর আসনের চার পাশে হাত দিয়ে একটি কাল্পনিক বৃত্ত আঁক এবং কেবল মাত্র আমাকে আহ্বান করো তোমাকে জ্ঞান প্রদান করার জন্য। এমনকি তুমি যদি ভোর তিনটায় পাঁচ মিনিটও বস, সেটাই হবে সেই দিনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর এবং শক্তিশালী প্রার্থনা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার মান কম হতে থাকে। ভোর তিনটা হল হীরার সমান, ভোর চারটা সোনা এবং ভোর পাঁচটা হল রুপোর সমতুল্য"*।

মেজর জেনারেল মোহন সিং, গুরুজী এবং সব সঙ্গত যাকে 'মামাজী' বলে ডাকতেন, তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেন, "আপনি যদি চান যে গুরুজী সব সময় আপনার সাথে থাকুন তাহলে আপনাকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মনে মনে তাঁকে আপনার দিকে টেনে আনুন, তাহলে তিনি সর্বদা আপনার সাথে থাকবেন"। তাই, গুরুজী যেমন বলেন, *"দিন হো ইয়া রাত, মেনু ইয়াদ কর"*।

প্রার্থনা

হর পল তুহি তুহি

গুরুজী আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করেন। এমনও সময় গেছে যখন তিনি রক্ত বমি করেছেন, কালশিটে দাগ সহ তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিংবা মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়েছে, কেননা সঙ্গতদের সব কিছু তিনি গ্রহণ করে নিতেন এবং এতে উনার শরীরে প্রতিক্রিয়া হত। এটা বস্তুতই পরিহাসের বিষয় যে, যিনি এই পৃথিবীর সর্ব শক্তি ধারণ করেন এবং যে কোন কারোর জন্য তিনি যা কিছুই করতে পারেন, কিন্তু নিজের জন্য নয়। তিনি বলেছেন, *"আমি সবার জন্য প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু নিজের জন্য পারি না। আমার জন্য আমার সঙ্গতকেই প্রার্থনা করতে হবে"*।

"ঘর বিচ ঘি দে জোত হামেশা জালনি চাহদি হেঁ"। গুরুজী বলেছেন যে বাড়িতে ঘী-র প্রদীপ (জ্যোত)অবশ্যই জ্বালানো উচিত, সব সময় না হলেও, দিনে দুবার। ঘী-র প্রদীপই হতে হবে, কেননা, যেমনি তিনি প্রতিভাত করেন, ঘীর সুগন্ধ অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

সাহিব বিশেষ করে বলেছেন যে, সকালে প্রত্যেককে ঘটনাবিহীন নিরাপদ রাত্রি যাপনের জন্য ইশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক সফল দিনযাপনের প্রার্থনা করা উচিত। সন্ধ্যায়, তাঁর আশীর্বাদে দিন অতিবাহিত করে ঘরে ফিরে আসতে পারার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এরপর নির্বিঘ্নে রাত্রি যাপনের জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হবে।

খাবার গ্রহণ করার আগে পৃথিবী মাকে প্রার্থনা অর্পণ করতে হবে, কেননা আমাদের যা কিছু প্রয়োজন শ্বাস নেওয়ার জন্য হাওয়া থেকে শুরু করে, যে খাবার আমরা খাই এবং যে জমিতে আমরা থাকি, সব কিছুই পৃথিবী মা-ই আমাদের দিয়ে থাকেন।

গুরুজী নিজে বিশেষ কিছু খেতেন না। আরেক খানা রুটি নেয়ার জন্য চাপ দিলে তিনি বলতেন, *"মেঁ ত্বডি খুশীওয়াস্তে খান্দা হ্যাঁ"*। তিনি বলেন, *"এক মহাপুরুষের*

খাবারের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ভক্ত প্রার্থনা করে খাবারের যে প্রথম কামড়টি নেয়, তা আমার কাছে আসে"।

পরবর্তী সময় সিমলার কাছে এক সাধুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল যিনি শুধু একাটি পাতা কিংবা বড়জোর একটি গাজর খেয়ে থাকতেন। ঠিক যেভাবে গুরুজী বলেছিলেন। একটি ভাবনা আমার মনে রয়ে গেছে, এত ভক্তের খাবারের প্রথম কামড় গ্রহন করেও গুরুজী কি করে মোটা হলেন না! উনার কোমর এতটাই পাতলা!

গুরুজী যে প্রার্থনার কথা বলেছেন তা হলঃ

- বিজ মন্ত্রঃ ওম নমহ শিবায়, শিবজী সদা সহায়। ওম নমহ শিবায়, শিবজী সদা সহায়।
- প্রার্থনা

থির কর বেইস হর জন পেয়ারে,
সতগুরু তুমরে কাজ সাবারে।
দুষ্ট দুত পরমেশ্বর মারে,
জন কি পাইজ রাখি করতারে।।
বাদশা সা সব বাস কর দিনে,
অমৃত নাম মহা রস পিনে।
নির্ভাও হয়ে ভজ ভগবান,
সাদ সঙ্গত মিল কিনো দান।।
সরন পরে প্রভ অন্তর্যামী,
নানক ওর পাকড়ি প্রভ স্বামী।।

- সুখমনি সাহিব পাঠ করতে হবে বা শুনতে হবে।
- শিব পুরাণ প্রতিদিন পাঠ করতে হবে।
- গুরু গ্রন্থ সাহিব পাঠ করতে হবে।
- *"আমি তোমাকে না বললে কখনো মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করবে না"*। এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

এই ভাবে, গুরুজী ধীরে ধীরে আমাদেরকে প্রার্থনার এক পর্যায় থেকে অন্য স্তরে অগ্রগমন করান, যা আমাদের শরীর, মন, এবং আত্মার জন্যও গ্রহণযোগ্য। যে প্রার্থনা তোমার জন্য উপযোগী, তা তোমাকে বিভিন্ন দিক থেকে তাড়না করবে, যদি গুরুজী সেটাই তোমার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন। এর জন্য চার-পাঁচটার চেয়েও বেশি সংকেত তুমি পাবে, যাতে তোমার মনে এই নিয়ে ন্যূনতম সংশয়ও না থাকে।

তিনি বলেন, কলিযুগে আমাদের জিহ্বা হল আগুনের মতো যা সমস্ত আশীর্বাদ খেয়ে নেয়। তুমি যখন কাউকে তোমার প্রার্থনা সম্পর্কে বল, কিংবা কি দান করেছো সেটা জানাও এতে তোমার মধ্যে গর্ব এবং অহংকার নিয়ে আসে, আর সেকারনে তোমার পাঠ বা দানের ফল শূন্য হয়ে যায়।

মালা জপ করাতেও গুরুজী সম্মতি দেন নি, কারণ এতে ব্যক্তির অহংকার বৃদ্ধি পায়। যদি মালা জপ কোন রকম গণনা ছাড়া করা হয়, প্রার্থনার মতো, তাহলে ঠিক আছে। কেননা, গণনা করা হল মানুষের একটি প্রয়োজন। প্রার্থনার গভীরতা এবং প্রার্থনার প্রতি আসক্তি বা অনুরাগই একমাত্র যা গুরুজী আমাদের থেকে প্রত্যাশা করেন।

তিনি বলেন, *"তুসি কিতাবা (গ্রন্থ) সিরফ পরদে হ, পর আগর তুসি ধ্যান নাল পঢ়হ তে উনাদে রাজ খুলন"*। অর্থাৎ, তোমরা পবিত্র গ্রন্থগুলো শুধু পড়ার জন্যই পড়, কিন্তু যদি শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে পাঠ কর, তাহলে অনেক গুপ্ত বিষয়াদি এর থেকে উন্মোচিত হবে।

"ধ্যান হল প্রার্থনার সর্বোচ্চ অবস্থা। কেবল মাত্র ধ্যানের মাধ্যমেই তুমি ঐশ্বরিক রূপকে দেখতে পাবে"। প্রার্থনার অন্য সব উপায় যেমন, মন্দির দর্শন, মালা জপ, গ্রন্থ পাঠ, এইসব কেবল এক একটি সিড়ি মাত্র যা তোমাকে প্রার্থনায় উন্নীত করে। যখন ধ্যানাভ্যাস অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে উপরোক্ত কোন উপায় অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ তোমার জন্য সুনির্দিষ্ট মন্ত্র তোমার সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ করে দেবে যতক্ষণ তুমি এতে সমর্পিত থাকবে। গুরুজী বলেন, *"ধ্যান শুধু মাত্র মনের দ্বারাই অর্জন করা যায়, শরীরের দ্বারা নয়"* আর আমরা সকলেই শরীরকেই মনের ঊর্ধ্বে স্থান দিই।

গুরুজী প্রায়শই বলতেন, *"মেরে আন্দার দি লাইট দেখ, মেরে আন্দার যা"* যেটা আমি বুঝতে পারতাম না। একদিন যখন তাঁর সঙ্গতে বসেছিলাম, আমি গুরুজীকে প্রার্থনা করলাম, "আপনার শব্দগুলো যেন জটিল ধাঁধা আর আমার মন এক শিশুর মতো। আমাকে কি করতে হবে, দয়া করে তা আমার মনকে নির্দেশিকা দিন"। এরপর সেখানে বসে কীর্তনের মধুর ছন্দে দোল খেতে খেতে আমি নিজেকে একটি পাতার মতো গুরুজীর শরীরের ভেতরে তাঁর অতি রমণীয় সোনালি-রুপালি আলোতে ভেসে যেতে দেখলাম। সেটা ছিল অন্য রকমের ধ্যান।

সাদা আলো সম্পর্কেই আমাদের শেখানো হয়েছে, যা আমাদের অবশ্যই অর্জন করা উচিত। কিন্তু গুরুজী হেসে বলতেন, *"প্রথমে সবুজ আর লাল আলোর ঝলক*

আসে,” তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে এটা কোন বিক্ষিপ্ত আলোর ঝলক নয়, বাল্বের উজ্জ্বল আলোর মত, অনেকখানি।

যাদের উপর শনির মন্দ প্রভাব থাকে, তাদের চৌর সাহিব-কে সেবা করতে বলা হত এবং গুরুদ্বারাতে চৌর সাহিব দান করতে বলা হত। এরপর তাদের সেবা গৃহীত হয়েছে কিনা এ জন্য তাদেরকে ব্যাখ্যা শুনতে বলা হত।

জলের সাথে ধ্যান করার আরেকটি পন্থা গুরুজী তাঁর সঙ্গতদের শিখতে বলেছেন। এগারো নম্বর প্লটটিতে একটি উদ্যান তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন গুরুজী। উদ্যানটিতে কুয়েত থেকে নিয়ে আসা একটি ঝর্ণা লাগানো হবে। বড় মন্দিরে গনেশজীর পাশে যে ছোট শিবলিঙ্গ রাখা আছে, সেটিকে সেই উদ্যানের কেন্দ্রীয় চত্বরে অবশ্যই স্থাপন করতে হবে।

প্রত্যেক সঙ্গতকে নীরবে সেখানে বসতে হবে এবং জলের শব্দের সাথে ধ্যান করতে হবে।

2001

চাইবে না

মাঙ্গ নেহি, মান্নো

"কোন কিছুই চাইবে না, আমাকে সব কিছু দিতে দাও। এটা এই জন্য নয় যে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবো না, বরং এটা এই জন্য যে তোমরা জানো না যে কি চাইতে হবে। নিঃশর্তে আমার উপর আস্থা রাখ"।

একবার এক সঙ্গত হাসপাতালে ভর্তি হন। উনার জন্য রক্ত দাতা প্রয়োজন ছিল। প্রথম কয়েক দিন উনার স্ত্রী, আনটি, (গুরুজী সব মহিলাকেই আনটি বলতেন) খুব সহজেই রক্ত দাতা পেয়ে যান। কিন্তু কোন এক বিশেষ দিনে তিনি কোন রক্ত দাতা পেলেন না। তিনি গুরু সাহিবকে প্রার্থনা করলেন, "দয়া করে আমার জন্য একজন রক্ত দাতা পাঠিয়ে দিন"। আনটি হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন, আর ঠিক সেসময় দুজন দুধওয়ালা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। ওরা আনটিকে জিজ্ঞেস করলো যে কি সমস্যা হয়েছে এবং সব কথা শুনে ওরা রক্ত দান করতে রাজি হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন গুরুজীর সাথে সঙ্গতে বসেছিলাম, সেই আনটি আসেন এবং গুরুজীকে গভীর ভাবে ধন্যবাদ জানান। পরের দিন আঙ্কেল মারা যান।

আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি, কেননা আঙ্কেল শুধু কয়েক দিন পূর্বেই গুরুজীর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। গুরুজী অত্যন্ত চাঁছাছোলা ভাবে বুঝিয়ে বলেন, *"গুরুয়ান কোলঁ মাংদা নাহিন, মান্দে হেঁ"*। গুরুজী বলেন, *"আমি একটি আত্মাকে এক বিশেষ সময়ে আশীর্বাদ করি। ঠিক সেসময় যদি কেউ কিছু চায়, তাহলে আমাকে তার সেই ইচ্ছা অনুমোদন করতেই হবে। যদি সেই সময় আনটি রক্ত দাতা প্রার্থনা না করে আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন, তাহলে বিষয়টি অন্যরকম হত"*।

"তোমরা জানো না তোমাদের জন্য সঠিক কি, যেহেতু তোমরা জানো না ভবিষ্যত তোমাদের জন্য কি স্থির করে রেখেছে। তাহলে কি ভাবে তোমরা কিছু চাইতে পার? যখন তুমি কিছু চাও, তোমাদের আঁচল বা হাত এতোটাই ছোট যে, আমার দেওয়া

কয়েকটি আশীর্বাদও একই সাথে উপচে পড়ে যায়। কিন্তু যখন তুমি সবকিছু আমার উপর ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে ততক্ষণ আব্ধি আশীর্বাদ প্রদান করি যতক্ষন না তুমি আমার অনুগ্রহ এবং দিব্য আলোতে ডুবে না যাও”।

“দিনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ ভগবানের কাছে কিছু না কিছু চাইছে, যার অধিকাংশই ঈশ্বর প্রদান করেন। কিন্তু যখনই তোমার মুল্যবান কিছু নিয়ে নেন, তোমরা সবাই ইশ্বরের সাথে লড়াই শুরু করে দাও এবং তাঁর নাম নেওয়া বন্ধ করে দাও”।

এরপর গুরুজী বলেন, *“সবকিছুতেই আমাকে স্মরণ কর, এবং সেই সব কিছুই তাদের মধ্যে আমার দর্শন দেবে”—*

“সব মেই মেঁ, অউর মেরে মেই সব”

প্রার্থনা আমাদের শরীরকে প্রভাবিত করে

গুরুজীর শরীরের সহজাত সৌরভ ছিল এক ভিন্ন জগতের অসামান্য সুগন্ধ। তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে বলেছেন যে, তাঁর তপস্যার বিভিন্ন স্তরের আলাদা আলাদা সুগন্ধ রয়েছে, যে তপস্যা দীর্ঘ বছর ধরে চলে। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকেরই এক স্বাভাবিক সৌরভ রয়েছে যা অনেক প্রার্থনার দ্বারা নিষ্কৃত হয়। *"আমি যে ভাবে কঠিন তপস্যা করেছি, আমার কোন সঙ্গতকে তাদের শরীরের স্বাভাবিক সুগন্ধ নিষ্ক্রমণ করার জন্য এতো কঠিন প্রার্থনা কখনো করতে হবে না। সেটা হবে আমার তরফ থেকে তাদের জন্য একটি উপহার"*।

গুরুজীর শরীরের দশ দ্বার ছিল অত্যন্ত সুরভিত।

গুরুজীর মাথার পেছন ভাগে ছিল সূর্যের অধিষ্ঠান। বাঁদিকে চোখের ঠিক পাশে ছিল ময়ূর এবং ডান চোখের পাশে ছিলেন শেষনাগ। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে, কপালের মধ্য ভাগে ছিল শিবলিঙ্গ যা বেশীরভাগ সঙ্গতই দেখতে পেয়েছেন। কখনো বা সঙ্গতরা দেখেছেন যে তাঁর কপালের সেই শিবলিঙ্গটি দীর্ঘতর হয়ে উনার মাথার উপরিভাগ অবধি চলে গেছে। তাঁর শরীর অউম-এ (ওঁ) পরিপূর্ণ, কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন সোনালী অউম, যা উনার শরীরের সেই স্থানে স্থিত ছিল যেখানে তাঁর শক্তির উৎপত্তি। তাঁর চরণে ছিল পদম—এক পুণ্যাত্মা ঋষির মত রেখা, সেই সঙ্গে ছিল অউম এবং এক ওঙ্কার। গুরুজী বলতেন, এই ভাবেই প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার শরীরকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

চাহাল আনটি প্রায়ই বলতেন যে, পাঠের পর উনার আঙ্গুলের ডগা ফুলে উঠতো এবং এগুলো থেকে এক অদ্ভুত তরঙ্গ শক্তি বয়ে যেতো। এর কিছু সময় পরে ধিরে ধিরে সেই ফোলা কমে যেতো। তখন আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি। এরপর একদিন গুরু সাহিব আমাকে তাঁর হাত টিপে দিতে বলেন, বিশেষ করে তাঁর আঙ্গুলের ডগাগুলো, কেননা পাঠের পর সেগুলো ফুলে উঠেছিল। এরপর থেকে আমি চাহাল

আনটির কথায় সন্দেহ করা বন্ধ করে দিই, কেননা প্রতিবারই গুরুজী আমাকে বুঝিয়ে দিতেন যে কতটা পুণ্যশীলা ভক্ত তিনি ছিলেন।

মাঝে মাঝে গুরুজী আমাকে অনেক পাঠ-প্রার্থনা করতে বলতেন যা আমার শরীর কোন ভাবেই গ্রহণ করতে পারতো না। কোন ধর্মগ্রন্থ খুললে, কিংবা কোন ভজন-কীর্তন শুনলে তা আমার শারীরিক উদগীরন সৃষ্টি করতো। সেটা ছিল আরেক দ্বিধা! গুরুজী মহারাজ এরপর সমস্ত প্রার্থনা বন্ধ করিয়ে দেন যেহেতু আমার শরীর কোন ভাবেই এই প্রার্থনা গুলোর সাথে বয়ে আসা শক্তির বিভিন্ন স্তরের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। গুরুজী নির্দেশ দিলেন, *"কোন পাঠ নয় এবং কোন কীর্তন নয়, শুধু চলচ্চিত্রের গান এবং পাঞ্জাবী গান শোনো, এর মধ্যেই আমাকে পাবে"*।

এখন আমি অবাক হয় যাই, কি করে চলচ্চিত্রের সেই একই গান আজ নতুন অর্থ নিয়ে আসে। আর সে ছিল, কোন রকম মন্ত্রহীন, ধর্মগ্রন্থ বিহীন, কীর্তন মুক্ত খোলা চোখের ধ্যান— একেবারে নিখুঁত!

বেশ কয়েক বছর আগে কোন একবার গুরুজী আমাদের শরীরের চন্দ্র ও সূর্য নাড়ির পথ দেখান। তিনি বলেন, প্রথমে চন্দ্রনাড়ি বাদিকে শুরু হয়, এরপর ডান দিকে চালু হয় সূর্য নাড়ি এবং অবশেষে এরা শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজমান সেই বিশুদ্ধ শক্তিতে মিলে যায়। (তিনি এটা আমাদের সেসময় দেখান যখন আমরা সবে মাত্র উনার সাথে যুক্ত হই, সম্ভবত আমরা এর জন্য তখনো প্রস্তুত হই নি বলে, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।) গুরুজীর অনুকম্পাতে যখন এই নাড়িগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে, উপহার স্বরূপ এক ঊর্জা আমাদের শরীরে উজ্জীবিত হয় যাকে মানিয়ে নিতে আমাদের শরীরের পক্ষে সময় লাগে। গুরুজী বলেন, *"এটা এক সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারের মতো প্রবাহিত হয়, কোন জায়গায় অদৃশ্য হয়ে পড়ে, আবার কখনো শরীরের বিশেষ কোন বিন্দুতে আঘাত করে"*।

সেকারণে শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গুরুজী বলেছেন, *"ব্যায়ামের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হল হাঁটা। মহিলাদের জিম যাওয়া উচিত নয়, কেননা এতে মহিলাদের প্রজনন অঙ্গের ক্ষতি হয়"*।

তিনি পরামর্শ দেন, *"পাঠ কিংবা প্রার্থনা শেষে হটাত করে উঠবে না। প্রথমে হাঁটুকে উপরে করে এদেরকে ঢিলে করে আলিঙ্গন কর যাতে করে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়"*। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অঙ্গমর্দন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সপ্তাহে একবার অন্তত মালিশ করা উচিত। গুরুজী বলেন, *"স্নানের জন্য সাবান ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক বস্তুই ব্যবহার করা উচিত"*।

গভীর বা দীর্ঘ প্রার্থনা থেকে উঠে আসা যে কোন ব্যাক্তিকে লক্ষ্য করে দেখবে তার চেহারায় এক বিশেষ ঔজ্জ্বল্য রয়েছে এবং তাদের স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ বলে মনে হয়। শরিরের উপর প্রার্থনার প্রভাবকে সহজ ভাবে এর বেশি আর কি বলা যায়।

গুরুজী মহারাজের উপহার উদয়

"তোমার পাঠ শেষ হওয়ার পর আমি হয়তো তোমাকে একটি মিশরির দানা দিতে পারি, অথবা তোমার জলের গ্লাসকে সুগন্ধে ভরে দিতে পারি, কিংবা ছোট্ট একটি ফুল, নতুবা শুধুই আমার সুগন্ধ এই সবই তোমার জন্য আমার উপহার, আর এগুলোকে আমার আশীর্বাদ রূপেই দেখতে হবে, যা তোমাকে জানান দেয় যে আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী"।

তিনি এরপর আমাকে আমার বা হাত খুলতে বলেন। হাতের তালুটি ছিল ভেজা ভেজা। আমি ভাবলাম ঘাম। গুরুজী আমাকে গন্ধ শুকতে এবং চেটে দেখতে বললেন। এতে ছিল গুরুজীর সুগন্ধ এবং অমৃত! আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

গুরুজী তাঁর সঙ্গতের জন্য মাঝে মাঝে শূন্য থেকে প্রসাদ উৎপন্ন করতেন। বিভিন্ন সময়ে প্রসাদগুলো বিভিন্ন রকমের হত, এক বড় বলের আকারের মিঠাই যা আমি শব্দে বর্ণনা করতে পারব না। গুরুজীর এক হাতে সেই প্রসাদ এসে যেত কিন্তু আমরা দুহাতে নিলেও তা উপচে পড়তো। প্রসাদ উৎপন্ন করার পর গুরু সাহিব চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য প্রার্থন করতেন। এরপর নিজের হাতে সেই প্রসাদ সঙ্গতদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

নতুন দিল্লীর গ্রেটার কৈলাসের এস-ব্লকে স্টিলের গ্লাসে করে অমৃত দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গতদের আশীর্বাদ করতেন। আমি যেহেতু উনাকে সবে মাত্র অনুসরণ করতে শুরু করেছিলাম, তাই ভাবতাম এই অমৃতের মধ্যে এই সুগন্ধ কি করে আসতো! একদিন সাহিব আমাকে বললেন, *"যা তু এ পানি দে ট্রে লে আ"*। আমি রান্না ঘরে গিয়ে ২৫ টি স্টিলের গ্লাসে নল থেকে জল ভরে নিলাম এবং গুরুজীর সামনে নিয়ে গেলাম। তিনি তখন হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলে। সাহিব প্রতিবার একটি করে গ্লাস উঠালেন এবং উনার গলার মালা এতে ডুবিয়ে আশীর্বাদ সিক্ত করলেন এবং

এরপর সঙ্গতের মাঝে থেকে কোন একজন ব্যাক্তিকে ডেকে সেই গ্লাস ধরিয়ে দিতেন। শেষের এগারো গ্লাস তিনি আমার বাবা, মা এবং পরিবারের অন্য সবার পক্ষ থেকে আমাকে খেতে দেন। প্রতিটি গ্লাসে অমৃতের সুগন্ধের তীব্রতা ছিল আলাদা। কোন গ্লাসে হয়তো প্রায় ছিলই না, আবার কোন গ্লাসে উনার সুগন্ধ এতোটাই ছিল যে আমার পক্ষে একবারে খাওয়া অসম্ভব ছিল।

একবার গুরু সাহিবের নির্দেশে চাহাল আনটি উনার এক দিব্য অভিজ্ঞতার কথা গুরুজীর সামনে আমাদের ব্যক্ত করেন। আনটি বলেন, "আজ আমি যখন গুরুগ্রন্থ সাহিব পাঠ করতে বসি, আমি কমলা বর্ণের রুমালের ভেতর দিয়ে গুরু গোবিন্দ সিংজীকে গ্রন্থের পৃষ্ঠা জুড়ে পূর্ণ অবয়বে দেখতে পাই"। আমি অধীর আগ্রহে আনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যখন রুমাল উঠালেন তখন কি হল? সাহিব কি তখন ছিলেন, না তিনি উধাও হয় যান?

এক গভির বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আনটি আমার দিকে তাকালেন এবং বলেন, "বেন্বিজী, আমি কি করে রুমাল সরাতে পারি? তিনি যদি আমাকে সম্পূর্ণ দর্শন দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি রুমালের উপরিভাগেই আসতেন। কিন্তু তিনি আমাকে আংশিক দর্শনই দিতে চেয়েছিলেন, তাহলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি করে যেতে পারি! এরপর আনটি আমাদের গুরু সাহিবের দিকে তাকিয়ে তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, আর গুরুজী এক শিশুর মত তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। সে সময়, বয়স অনুযায়ী আনটি যথেষ্ট বয়স্কা ছিলেন।

গুরুজী, তুসি গ্রেট, ত্বাডি ভগত বেমিশাল!

গুরুজী, আপনি মহান, আর আপনার ভক্তরাও অপরূপ!

2003

খাদ্য

ধ্যানের সাথে খাদ্যভ্যাস নিয়ে গুরুজীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, খাবার সবসময় হালকা, সহজ হওয়া উচিত এবং পরিমানে যেন খুব বেশি না হয়। এরপর তিনি একধাপ এগিয়ে আমাকে প্রতিদিন দুপুরের আহারে দুটো রুটি, মুঙ্গ ডাল এবং দই খেতে বলেন। ভাবলাম আমিষ খাবারের তুলনায় এটা তো অতি সাধারণ হবে, তাই উনাকে জিজ্ঞেস করলাম এতে আঁচার মেশানো যাবে কিনা। তিনি রাজি হলেন। একবছর পর আমি গুরুজীকে বললাম, এই খাদ্যাভ্যাস আমি আর চালিয়ে যেতে পারবো না। তিনি হেসে বললেন, *"ছাড পড়ে"*।

দুধ এবং জল শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরী। গুরুজী বলেন যে দুধ হল এক উপহার; তিনি পাঞ্জাবের জল এবং দুধ খুব পছন্দ করতেন। বস্তুত, বেশ কয়েক বার তিনি বলেছেন যে, দিল্লীর জল এবং দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

গুরুজী মহারাজ যখন শুরুতে দিল্লীতে আসেন এবং গ্রেটার কৈলাসের এস-ব্লকে সঙ্গত সমাগম আরম্ভ করেন, তিনি সপ্তাহে চার দিন, সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার তরল উপবাসে থাকতেন। তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন যে এটা তিনি এই জন্য করছিলেন যাতে তাঁর কোন সঙ্গতকে কখনো উপবাস করার প্রয়োজন না হয়।

একমাত্র একদিন যখন সঙ্গতরা উপবাসে থাকতেন, সেটা ছিল মহা শিবরাত্রি। তাও গুরুজী রাম অবতারকে ফোন করে নির্দেশ দিতেন যে, সে যেন মন্দিরে উপস্থিত সকলকে লঙ্গর প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করার জন্য বলে।

গুরুজীর দর্শন লাভের পর শুরুতে আমি উনাকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি আমাদের আমিষ খাবার খেতে কেন অনুমতি দেন?" তিনি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করেন, *"আমি যদি আজ বলি ছেড়ে দিতে, তোমরা কি ছেড়ে দেবে?"* আমি উত্তর দিলাম, "না, গুরুজী"।

এরপর তিনিই বলেন, *“এই কলিযুগে গুরুই যিনি নিজেকে প্রমান করতে হবে। যখন আমি নিজেকে তোমাদের কাছে প্রমানিত করতে পারবো, তখন আমার কথা শোনার জন্য তোমার কাছে একটা কারন থাকবে। তাই নিজেকে প্রমান করার পর, সঠিক সময়ে আমি তোমাদের আমিষ আহার বন্ধ করে দেব”*।

ব্যাংককে ছুটিতে যাও এবং আজকেই বেরিয়ে পড়। সে ছিল উনার হুকুম, *“যা কে হানিমুন মানাও”*। সেসময় আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় বিশ বছর। সাতি বলল যে আমরা যেতে পারবো না কেননা আমাদের পাসপোর্টে একটাও খালি পাতা বেচে নেই। গুরুজী ওকে বললেন যে একটা খালি পাতা আছে, এবং বস্তুতই একটাই খালি পৃষ্ঠা ছিল। আদেশ আসে দুপুর ২:৩০ মিনিটে, আর সেদিনই রাত ৯টায় আমরা বিমানে চড়ি।

প্লেনে এবং পরের দু’দিন যখনই আমি এক টুকরো আমিষ খাবার আমার মুখে দিতাম, আমার বমি বমি ভাব হত আর আমি ভাবতাম, ‘ধিক, আমার ছুটি বরবাদ হল’, কেননা আমিষ খাবার খেতে আমার খুব ভাল লাগতো। সমস্ত রকমের আমিষ খাবার! এটা বুঝে উঠতে আমার দু’দিন লাগলো যে এসবের পেছনে রয়েছেন গুরু সাহিব! তাই তৃতীয় দিন আমি আকুলভাবে প্রার্থনা করলাম, “গুরু সাহিব, আপনি যদি চান আমি আমিষ খাবার ছেড়ে দিই তাহলে আমি নিশ্চয় দিল্লীতে ফিরে গিয়ে ছেড়ে দেব, কিন্তু দয়া করে, দয়া করে আমাকে এখানে উপভোগ করতে দিন”। পরের দুপুরের খাবারটি ছিল এক সম্প্রসারিত ইচ্ছা পূরণকারী আহার। খাবারের সূচীতে যত রকমের আমিষ খাবার ছিল, আমি সব কটা খেলাম। বলা বাহুল্য, আমার স্বামী এবং আমাদের বন্ধু হরপাল চাওলা, যে নিজেও একজন খাদ্য রসিক, অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আমি এমন ভাবে খাচ্ছিলাম যেন আমি জানতাম যে আরেকটা দিন আসবে না।

আমরা যখন দিল্লিতে অবতরণ করলাম, আমার দেহতন্ত্র কোন রকমের আমিষ খাবারের প্রতি আমোদিত হচ্ছিলো না এবং পেট খারাপের সাথে আমার পুরো শরীরে লাল দাগ বেরিয়ে আসে। লোভ কখনো ভালো নয়; কিন্তু আমার পথ তো গুরুজী তৈরি করেছেন।

গুরু এবং তাঁর শিষ্যের সম্পর্ক

গুরুজী তাঁর প্রারম্ভিক বছরগুলোতে বলতেন, *"মেরে ফটো তডা নাল গাল করেগি"*—আমার ফটো তোমাদের সাথে কথা বলবে। কয়েক বছর পর বিদেশ থেকে সঙ্গতরা তাদের সৎসঙ্গ শুনিয়ে জানাতেন যে কি করে গুরুজীর ফটো তাদের সাথে কথা বলে এবং কি ভাবে তা থেকে অমৃত প্রবাহিত হয়।

গুরু সাহিবের সাথে তাঁর সঙ্গতের সম্পর্ক যেন এক তার বিহিন ফোন যোগাযোগের মতো। সঙ্গত পৃথিবীর যে কোন যায়গায় থাকতে পারেন, কিন্তু যখনই তার মন গুরুজীর দিকে মোড়ে, তিনি জানতে পারবেন। একবার রোমা এবং আমরা দুপুরের খাবার খেতে বেরিয়েছি। কোন কারনে সাতির মন খারাপ ছিল এবং ওরা দুজনেই তাদের যন্ত্রণাগুলো নিয়ে বিস্তৃত ভাবে কথা বলছিল। পরে সন্ধ্যায় গুরুজী রোমাকে তিরস্কার করেন এবং দুপুরে তাদের দুজনের কথোপকথনের হুবহু পুনরুল্লেখ করেন। পরিবর্তে রোমা এর পরদিন গুরুজীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে গুরুজী ওকে যে সব কথা বলেন, ঠিক সেসব পুনরুল্লেখ করে সাতিকে তিরস্কার করে। বিস্ময়কর!

সাহিবের অদ্ভুত পন্থাগুলোর আরেকটি ঘটনায় চলে যাচ্ছি যা ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল দিপিন্দার সিং এর সঙ্গে। আঙ্কেল তীব্র মাথা ব্যাথা নিয়ে এম্পায়ার এস্টেটে পৌঁছান। তিনি সুধা আনটির কাছে দুটো ডিস্পিরিন চাইলেন, যা আনটির কাছে ছিল না। যেহেতু হলঘরটি সঙ্গতের উপস্থিতিতে ভরা ছিল, আঙ্কেল গুরুজীর দৃষ্টির বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। দিপিন্দার আঙ্কেলের খুব সহনশিলতা ছিল, তাই তিনি ওষুধ চেয়েছেন মানে ব্যাথা নিশ্চয় অত্যন্ত তীব্র হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর একজন সঙ্গত গুরুজীর চা-প্রসাদের একটি গ্লাস উনার জন্য নিয়ে এলেন। আঙ্কেল যখন চা-প্রসাদ শেষ করলেন, উনার মাথা ব্যাথা চলে গেল। তিনি ভেতরে এলেন কিচেনে গ্লাসটি ফেরত দেয়ার জন্য এবং গুরুজীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে উনি প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার

অভিযোগে মাথায় একটি দুপাট্টা বেঁধে রেখেছেন। আঙ্কেল শ্রদ্ধাবনত হয়ে গুরুজীর চরণ স্পর্শ করলেন।

এটা কোন একতরফা সংযুক্তি নয়। যদি গুরুজী আপনার কথা শুনতে পান, তিনি আপনাকেও উনার কথা শুনতে দেবেন। গুরুজী বলেন, *"তোমাকে বাইরের দিক ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্তস্থ হতে হবে যাতে তোমার নিজের মধ্যে আমাকে শুনতে পাও। আমি আমার সব ভক্তের অন্তরে রয়েছি"*।

তিনি বলেন যে আমার প্রকৃত ভক্তরা সবসময় তাদের অন্তরে আমাকে শুনতে পাবে। কিন্তু এর কিছু বিধি-নিয়মও রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমার বাদিকের কানে তুমি যা কিছু শোন তা গ্রহণ করবে না, কিন্তু ডান কানে কিছু শুনলে তা হবে তোমার জন্য নির্দেশিকা এবং মধ্যবর্তী স্থানে আমি রয়েছি। গুরুজী বলেন, *"পেহলে কোই গাল নাহি করদে সে, মন তো গালাঁ করদে সে"*। অর্থাৎ, আদি কালে লোকেরা শব্দ উচ্চারণ না করে মনধ্বনিতে (টেলিপ্যাথি) আলাপ করতেন। তিনি বলেছেন যে সেটা ছিল বার্তালাপের বিশুদ্ধতম রূপ এবং সময় কালে তাঁর সাচ্চা ভক্তরা নিজেদের মধ্যে এভাবেই কথোপকথন করতে পারবেন। গুরু সাহিব তাঁর সঙ্গতের জন্য এরকম গুনমান স্থাপন করে গেছেন।

আজ, গুরু সাহিবের মহাসমাধির এত বছর পরেও তাঁর সব উপাসনাস্থল গুলোতে আমরা তাঁর উপস্থিতি দেখতে পাই। বড় মন্দিরে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং সংগতরা তাঁর উপস্থিতিকে বিভিন্ন উপলক্ষে ক্যামেরা বন্দিও করেছেন।

পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন যায়গায় তাঁর সৎসঙ্গ গুলোতে উনার ফটো থেকে অমৃত প্রবাহিত হতে দেখা গেছে, তাঁর সুগন্ধ ঘরে ছেয়ে গেছে, রুটিতে কিংবা প্রদীপ শিখায় ওম উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের বাড়িতে গুরুজীর কক্ষে বিভিন্ন সময়ে তাঁর গদ্দিতে আমরা তাঁর হাত, চরণ এবং বসার ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করেছি।

আমরা সবাই এক পূর্ণ গুরুর সান্নিধ্যে আশীর্বাদ ধন্য।

জয় গুরুজী!

আরতির থালি

গুরু সাহিব দীপক, জ্যোত, ধূপকাঠি, ধূপ খুব ভালো বাসতেন। তিনি বলেন, *"ঘির গন্ধে ভগবান প্রসন্ন হন এবং ধূপ ও ধূপকাঠি দেবত্বকে আকর্ষণ করে। প্রার্থনা কালে এই সবের উপস্থিতি মানুষের আত্মাকে উন্নীত এবং উজ্জ্বল করে তুলে"*।

বড় মন্দিরে, শিবজীর সম্মুখস্ত দীপক এবং আরতির জন্য যে দীপক ব্যবহৃত হয় তা সবসময় আলাদা হয়। তিনি আরতির থালির জন্য একটি পিতলের প্লেটই নির্দিষ্ট করেছেন (গুরুজী পিতলের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন)। একবার মন্দিরে আরতির থালি কি করে সাজাতে হয় আমাকে তা শেখানোর জন্য তিনি বাদান আনটিকে নির্দেশ দেন।

থালির চিত্রাঙ্কন,

১) একটি সোজা পলতে যুক্ত ঘির দীপক

২) মৌলী

৩) কেসর, কাঁচা চাউল এবং কয়েক ফোটা জল দিয়ে তৈরি টিকা

৪) পাঁচটি মিষ্টি

৫) ধূপ

আমরা সাধারণত প্রথমে গুরুজীর হাতে মৌলী পরাতাম, এরপর কপালে তিলক লাগাতাম এবং এরপর শিবের আরতি করতাম।

লোটা — তামার পাত্র

হতে হবে উজ্জ্বল এবং বিনা টোল খাওয়ানো

লোটার জন্য এটাই ছিল গুরুজীর আবশ্যিক শর্ত। গুরুজী একে আশীর্বাদ সিক্ত করতেন এবং নির্দিষ্ট করে বলতেন, *“আপে আপ সাফ করনা হে, নকরা নু নাহি দেনা”*—নিজে পরিষ্কার করবে, চাকর বা কাজের লোককে দেবে না। তিনি বলতেন, আমি যদি আমার শক্তি দিয়ে এটাকে আশীর্বাদ করতে পারি, তাহলে তুমিও একে পরিষ্কার করার জন্য কিছু সময় দিতে পারো।

“ইয়া তে রাখ নাল সাফ কর, ইয়া নিম্বু তে নমক নাল। জদ তুসসি আপনে আপ সাফ করদে হ, তুসি মেরে নাম লেন্দে হ মেইনু ইয়াদ করদে হ, উস পল বিচ তড়ে কোল আকে ত্বানু ফিরতু ব্লেস কর জান্দা হে”। তিনি এটা আমাকে বলেন কেননা লোটা পরিষ্কার করতে আমি খুব আলসি ছিলাম।

গুরুজী লোটাকে হাতে নেন এবং আশীর্বাদ করেন। এরপর তিনি বলেন, সকালে প্রথমে আধা লোটার জল খেয়ে নিতে হবে এবং তারপর স্নান করে নিজেদের উপর বাকি আধা লোটা জল ঢেলে নিতে হবে।

সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গ মানে সত্যের সাথে অথবা সাচ্চা আসর বা সমাবেশ। সত্য হল গুরু এবং সমাবেশ হল ভক্ত অর্থাৎ আমাদের। একটি আসর যেখানে আমরা প্রতিবিম্বন বা অনুধ্যান করি ঐশ্বরিকতায়, আলোচনা করি ঈশ্বরের, আলোচনা করি সত্যের যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি। এ যেন একটি শ্রেণীকক্ষ যেখানে আমাদের শেখানো হয়, জ্ঞানদীপ্ত করা হয় এবং বার্তা দেওয়া হয় যা শুধু আমাদের নিজেদের জন্যই নয়, বরং এগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এবং যথাযথ সময়ে অন্যদের বলার জন্যে।

যখন লোকেরা গুরুজীর কাছে আসতেন ওরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন যে, কেন আমাদের গুরু তাঁর ভক্তদের দাঁড় করিয়ে নিজের সামনে নিজের মহানতা নিয়ে বলতে বলতেন।

আমাদের গুরু সাহিব সুদুর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছেন। তিনি জানতেন যে একদিন তাঁর এই চোলা ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু তাঁর শ্রেণীকক্ষের পাঠ শিখিয়ে যেতে হবে বার বার পুনরুক্তি করে, যেভাবে তাঁর উপস্থিতিতে এগুলো বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই। কেননা ওই সৎসঙ্গগুলো অন্য সঙ্গতের জন্য বার্তা—অপর ব্যাক্তির জন্য সান্ত্বনা।

কখনোবা এক ভক্তকে তাঁর সৎসঙ্গকে অনেক বার পুনরাবৃত্তি করতে বলা হত এবং এতে অন্য সঙ্গতরা যথেষ্ট বিরক্ত হতেন। আমরা সবাই ভাবতাম এটা তো আমরা আগেই শুনেছি। একদিন গুরুজী ব্যাখ্যা করে বলেন, *"সৎসঙ্গ হল তোমাদের ঔষধ এবং বার বার সেই একই সৎসঙ্গ শুনে তোমরা আশীর্বাদের প্রয়োজনীয় মাত্রা পেয়ে যাচ্ছো। তাই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৎসঙ্গ শুনবে কেননা এ থেকে তোমরা উপকৃত হবে। এই ঔষধ রূপী সৎসঙ্গ গুলোকে নিজের মধ্যে রাখার জন্য নয়, সবার সাথে ভাগ করে নেবার জন্য"*।

"সারি ফ্যামিলি নু লেকর আও, তুড হে ফুল ব্লেসিংস মিলদিয়া নে"।

তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলেন যে তাঁর সৎসঙ্গে পরিবারের একজন সদস্যের পরিবর্তে পুরো পরিবারকে যোগ দিতে হবে। এতে শুধু সেইসব ব্যক্তিদের জন্য ব্যতিক্রম ছিল যাদের তিনি স্বয়ং অন্য দিন গুলোতে আসার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে পরিপূর্ণ আশীর্বাদ তখনই দেয়া হয় যখন পরিবারের সবাই তাঁর সৎসঙ্গে আসে।

গুরুজী বলতেন যে, আমি যদি ঠিক সময়ে আসতে পারি এবং তোমাদের জন্য বসে থাকতে পারি, তাহলে তোমরাও যথা সময়ে এসে আমার জন্য বসতে পারো। চারপাশে অন্যরা কি করছে বা কি পোশাক পরে এসেছে সেদিকে না তাকিয়ে আমার প্রতি মনঃসংযোগ করো। *"মেরে নাজারে দেখ"*।

চা-প্রসাদ যদি আমরা দুবার পেতাম, আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যশালী মনে করতাম। গুরুজী এটা নিশ্চিত করতেন যে প্রত্যেক ভক্ত যেন ন্যূনপক্ষে এক গ্লাস পায়। তিনি বলেন, *"আমি সবাইকে লঙ্গরের মাধ্যমে আশীর্বাদ করি, তাই বিন্দুমাত্র অপচয় না করে একে ঔষধ রূপে গ্রহন করতে হবে"*।

লঙ্গর সবসময় সাধারণ ছিলঃ একটি ডাল, একটি সবজি,রুটি,আচার বা রায়তা এবং একটা কিছু মিষ্টি। পেঁয়াজ এবং রসুনের উপর কোন বাধানিষেধ ছিল না। একমাত্র যে নিয়মটি ছিল তাহল যে মরিচের মাত্রা বেশি থাকবে এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি রাখতে হবে। লঙ্গর সর্বদাই থালিতে পরিবেশন করা হত এবং চারজন সঙ্গতকে একসাথে বসে সেই লঙ্গর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খেতে হত। সেখানে আমাদের পশ্চাদপট, চেহারা, নাম ইত্যাদি নির্বিশেষে আমরা সমভাবে খেতাম। লঙ্গর গ্রহন করার মাধ্যমে আমরা সমান ভাবে আশীর্বাদ লাভ করতাম। শুধুমাত্র মুখ্য অনুষ্ঠান দিনগুলোতে লঙ্গর বুফেতে হত। এভাবেই তিনি আমাদের গড়ে তুলেছেন।

গুরুজী প্রায়ই বলতেন, *"যখন তোমরা আমার দর্শনে আসো স্নান করে তোমার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরে এসো, ঠিক যে ভাবে আমি স্নান করে তোমাদের জন্য তৈরি হয়ে আসি, কেননা সৎসঙ্গ হল সেই স্থান যেখানে আমরা প্রার্থনা করি"*।

"আকল ওর রাফল বাহার ছাড কে আঁও"। তোমার কিন্তু-পরন্তু এবং তোমার অহংকার জুতোর সাথে বাইরে ছেড়ে এস।

2005

জয় গুরুজী

একজন পিতা যেভাবে তার সন্তানদের ভালবাসেন, গুরুজী মহারাজ তাঁর সঙ্গতদের ঠিক সেভাবেই ভালবাসেন। আমরা প্রকৃতপক্ষেই আশীর্বাদ ধন্য যে, এমনকি আজও আমাদের চলার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি পথপ্রদর্শন করছেন এবং শিক্ষা দিচ্ছেন। বই, খবরের কাগজ, ম্যাসেজ, শিশু, কিংবা অনিয়মিত ভাবে কেউ এসে অজান্তেই তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়ে যায়, আর এভাবেই তাদের সামনে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

গুরুজীর শিক্ষা আপনাকে বার বার পরীক্ষা নেবে এবং কখনো বা আপনাকে অন্তস্থল থেকে নাড়িয়ে দেবে, আর এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ বছরের প্রার্থনা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়। একই সাথে গুরুজী এক শিশুর মতো, যিনি সবসময় এটাই জানতে চান যে আপনি কতটা উনাকে ভালোবাসেন। একবার যখন তিনি তাঁর লঙ্গর গ্রহন করছিলেন, সে সময়ের ১৩ বছর বয়স্ক নিতিন যোশী তখন গুরুজীর কাছে বসেছিল। গুরু সাহিব হঠাৎ একটা পুরো কাঁচা লঙ্কা উঠিয়ে ওকে খেতে দিলেন। নিতিন সহজ ভাবে তা খেয়ে নিল, এমনকি যদিও ওর জিহ্বা পুড়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছিল, কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করেনি বরং গুরুজীর প্রসাদ হিসেবে তা নিয়েছিল।

সেটা ছিল ভাগ্যশালী মুহূর্ত, যখন গুরুজী মহারাজ আমাদের মতো নোংরা পাত্র গুলোকে স্বীকার করেছেন, আমাদেরকে উনার যোগ্য করে তুলেছেন এবং নিখাদ ভালোবাসা দিয়েছেন। তাঁর দিব্য আভার অধীনে আমরা প্রতিটি যন্ত্রণা অনুভব করি, প্রতিটি খুশীতে হেসে উঠি, ভেসে যাই, আর গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ি কেননা আমরা জানি যে আমাদের জীবনে যা কিছুই ঘটে তা আমাদের পরম পিতা আমাদের

শিক্ষণীয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। অবনত মস্তকে দু'হাত জুড়ে আমাদের পিতাকে প্রার্থনা করি আমাদের অগুন্তি পাপকে মার্জনা করুন এবং আমাদের পথকে সাবলীল করে তুলুন।

আমরা গুরুজীকে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের পুনরায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন!

মেরে মউলা

কেহতে হেঁ তেরি দুনিয়া হে সুন্দর ?
পর আপ কে সাথ ইহাঁ পর উসসে বাড়কে কেয়া ?
ওহ সময় যো সময় না থা
ওহ দিন যো দিন থা না রাত
এক অদ্ভুদ মধহশি কা আলম
জিসমে বাস তু হেঁ, তু অউর কই মেঁ নেহি থা

ফির ইয়ে সপ্না কিঁউ টুটা ?
কিঁউ তুম রুঠে ?

এক আরদাস
এক বিনতি
এক ফরিয়াদ মেরে মউলা !!!
আব লটা দো ওহ সুহানে পল
আব লটা দো ওহ কোমল চরণ
আব লটা দো চরনোঁ কি খুশবু অউর আশিশেঁ
কি মন হ যায় অমৃত
অর মেরা রোম রোম গায়ে
তু হি তু হেঁ অর বাস তু হেঁ

2006

হে আমার দিব্য পিতা
তোমাকে আমার বিনীত ধন্যবাদ, সব কিছুর জন্য

কৃতজ্ঞতা

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু, আমার অংশীদার, আমার স্বামী, সাতিকে--আমাদের গুরুর দিব্য মাধুর্যে আমাকে কুসুমায়িত হতে দেওয়ার জন্যে, আমাদের সম্পর্কের সর্বাগ্রে তাঁকে স্বীকার করার জন্যে।

আয়েশাকে, আমার মিষ্টি আয়েশা, তুমি যে কোন মায়ের জন্য এক সত্যিকারের উপহার। আমাদের জীবনে আসার জন্য ধন্যবাদ।

নাতাশা, আমি অপেক্ষা করে থাকবো তোমাকে আবার দেখার জন্য, আমার বাহু যুগলে তোমাকে অনুভব করার জন্য।

নূর, তোমার জন্যই আমি এখনো বেঁচে আছি। ধন্যবাদ।

আমার দুই মা, গুড্ডি এবং মীত, আমাকে স্নেহ আদরে স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ।

আমার দুই পিতা, ভুপিন্দার এবং রউনাক, তোমাদের স্নেহ ভালোবাসাকে আমি অধিক ভাবে অনুভব করি।

পিন্টু, গিরি, সাহ্রা, তোমাদের ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ।

এই বইটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য আয়েশা, গিরি এবং লীনা সাবর্বালকে বিশেষ ধন্যবাদ।

নামিরা গ্রোভার এবং গীতা এন্থনিকে ধন্যবাদ আমাকে নির্দেশিকা দেয়ার জন্য।

আমার হিন্দি কবিতা গুলোতে জীবন দান করার জন্য নবীন তাল্বার কে ধন্যবাদ।

গ্রন্থটিকে তর্জমা করে বাংলা ভাষী সঙ্গতদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য রাজেন্দু ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ।

গুরুজীর উপর নির্মিত প্রথম কয়েন

শ্রীমতী আয়েশা সিংহ দ্বারা নকশা কৃত
এবং
ঋতু রজু খান্না দ্বারা নির্মিত